শহীদের রক্তের বদলা নেওয়ার আহ্বান

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী রহিমাহুল্লাহ

আলোর বাতিঘর

সিরিজ-১০

النصر
AN-NASR

ধারাবাহিক “আলোর বাতিঘর” সিরিজ-১০

শহীদের রক্তের বদলা নেওয়ার আহ্বান

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

قناديل من نور (الحلقة العاشرة) : دعوة انتقام لشهيد الإسلام – لأسد العلم والجهاد الشيخ أبي يحيى الليبي – رحمه الله

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ২১:৩৪:০০ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: শাওয়াল, ১৪৪৩ হিজরি

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের প্রতি! আপনাদের সন্তানদের রক্ত তো আমাদেরই সন্তানদেরই রক্ত। আর আপনাদের রক্ত তো আমাদেরই রক্ত। রক্তের বিনিময়ে রক্ত ঝরানো হবে, আর ধ্বংসের বিনিময়ে ধ্বংস চালানো হবে। মহান আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি, আমরা আপনাদেরকে ভুলে যাবো না। যতদিন না সাহায্য আসে, অথবা আমরা সেই স্বাদ আস্বাদন করি যা আস্বাদন করেছিলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু"।

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করবেন। সংশোধন করবেন পুরো উম্মাহকে"।

শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি, আমার সর্বস্ব দিয়ে আপনার সামনে সমাজের চিত্র স্পষ্ট করে তুলব"।

শাইখ আবু হামজা জর্দানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদদের কাছে যে স্বার্থ ও মনোবল থাকে, তা কাফেরদের কাছে থাকে না। আমাদের নিহতরা যায় জান্নাতে আর তাদের নিহতরা জাহান্নামে"।

মোল্লা দাদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"সত্যের জন্য অকাতরে জীবন দেব, তবু বাতিলের কাছে নত হব না"।

শাইখ আবুল লাইস আল-লীবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"উম্মাহর অনেক ভারী বোঝা বহন করতে হয় আমাদের"।

শাইখ আবু রুসমা ফিলিস্তিনী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"শাইখ আবু কাতাদাহ তেমন বড় কিছু করেননি। তিনি শুধু হক কথা বলতেন"।

শাইখ দোস্ত মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আমরা আলেমদের উদ্দেশে বলব, আপনারা ইলম অনুযায়ী আমল করুন। কারণ আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ"।

শাইখ আব্দুল্লাহ সাইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"জিহাদের মাধ্যমেই উম্মাহ জীবন লাভ করবে। আল্লাহ বলছেন,

'হে ঈমানদারগণ, আপনারা আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন আপনাদেরকে ঐ কাজে ডাকে, যা আপনাদেরকে জীবন দান করবে'"।

শাইখ আবু উসমান আশ শিহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে এ মহান নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। হে আল্লাহর বান্দা, নিজেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলুন"।

শাইখ আবু তালহা জার্মানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আমরা জিহাদ করি আর বিজয়ের গান গেয়ে উম্মাহর মাঝে প্রাণ সঞ্চার করি"।

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লীবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"প্রিয় পিতা, বিচ্ছেদের পরেই তো সাক্ষাৎ পর্ব আসে"।

শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আপনাদের সাথে মিলিত হতে চাই, যাতে আপনাদের ঈমান থেকে নূর গ্রহণ করতে পারি"।

****

একটি পংক্তি-

"অস্ত্র হাতে নাও আর শহীদদের পথে পা বাড়াও।

গোলাপটিকে তাজা রাখতে পানির বদলে রক্ত ঢেলে দাও"।

****

শহীদের রক্তের বদলা নেওয়ার আহ্বান

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী রহিমাহুল্লাহ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

بسم الله الرحمن الرحيم .إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين؛ ثم أما بعد:

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম।

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য! আমরা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং ইস্তেগফার করি! আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফস এবং আমাদের মন্দ কাজের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি! যাকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথের দিশা দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, মনোনীত ব্যক্তি এবং খলিল। আল্লাহ তাকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি অন্য সকল ধর্মের ওপর একে বিজয়ী করেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করুন তার ওপর, তার পরিবার-পরিজনের ওপর, তার সাহাবীবর্গের ওপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার পথ অনুসরণকারী, তার সুন্নাহ অবলম্বনকারী সকলের ওপর।

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেন–

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِا لصَّبْرِ وَا لصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ * وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَا تٌ ۗ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَا لْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَ مْوَا لِ وَا لْاَ نْفُسِ وَا لثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ * الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَا بَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَا لُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَا نَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ * اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

"অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (১৫৩) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (১৫৪) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (১৫৫) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (১৫৬) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত। (১৫৭)"। (সুরা বাকারা ২:১৫৩-১৫৭)

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :أيُّ النَّاسِ أفْضَلُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ :مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ''ঐ মুমিন যে আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে"। (বুখারী ২৭৮৬, মুসলিম ১৮৮৮)

এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করবো সেই সমস্ত সুউচ্চ পর্বত, যেগুলো হতে বীর পুরুষদের আবির্ভাব ঘটে, যেসকল পাহাড়-পর্বতের ঘাঁটি ও পাদদেশে বীর-বিক্রমশালী সাহসীরা টগবগ করে, তাদেরই মধ্য থেকে একজন গৌরবশালী মর্যাদাবান মুসলিম উম্মাহর আদর্শ যার আলোচনা সামনে আসছে, যার সম্পর্কে আমরা আমাদের গৌরব ও শুভেচ্ছা বাণী পেশ করব।

আমাদের এই গৌরব ও শুভেচ্ছা বাণী বীর-বিক্রমশালী ও সাহসী এক বীরের ব্যাপারে, উম্মাহর অন্যতম এক সিংহের ব্যাপারে, উম্মাহর এক নেতার ব্যাপারে। উম্মাহর দ্বীন ইসলামের এক সংস্কারকের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে আজ আমাদের এই বিবৃতি। তিনি হলেন শাইখ মর্দে মুজাহিদ, দুনিয়াত্যাগী, ধৈর্য ধারণকারী, মুহাজির ও মুরাবিত: আবু আব্দুল্লাহ উসামা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে লাদেন রহিমাহুল্লাহ।

তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি উম্মাহর অধঃপতন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুর্বলতার সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। উম্মাহর যুবকদের হৃদয়ে জীবনের স্পন্দন ও গৌরব মর্যাদার প্রাণসঞ্চার করার মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তাকে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি - যিনি আপন ঈমানের বদৌলতে দুনিয়াকে নিজের পায়ের কাছে পেয়েছিলেন। তিনি আপন বিশ্বাস ও দৃঢ়তা গুণে উচ্চাসনে পৌঁছেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন - শান শওকত, মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান সবকিছুই ঈমানের মাঝে এবং শুধুমাত্র ঈমানের মাঝে। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেছেন—

وَلَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَاَ نْتُمُ الْاَ عْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"অর্থঃ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে"। (সুরা আল ইমরান ৩:১৩৯)

তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি - যাকে আল্লাহ তায়ালা এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, তার মাধ্যমে মুজাহিদরা নিজেদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মনের মিল অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি - যার জীবদ্দশাতেই তার সততা প্রস্ফুটিত হয়েছিল। একইভাবে তার মৃত্যুর পরেও তার সততা ও বিশ্বস্ততা আজ সকলের সামনে। তিনি ঐ ব্যক্তি - যার জন্য পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ কেঁদেছিল।

মিশরের শাইখুল মুজাহিদিন হাফেয সালামা রহিমাহুল্লাহ:

মর্দে মুজাহিদ উসামা ইবনে লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং ইরাক, লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, সিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এবং সারা বিশ্বের সকল মর্দে মুজাহিদ শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজার সালাত। আজ আমরা ইনশাআল্লাহ গায়েবানা জানাজার সালাত আদায় করব তাদের উদ্দেশ্যে।

আল্লাহু আকবার...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ...

এক মুসলিম:

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল! হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল!

আমেরিকার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!!

শাইখ আবু ইয়াহিয়া আল লিবী রহিমাহুল্লাহ:

ছোটরাও তার জন্য কেঁদেছিল। বৃদ্ধ, শিশু, নারী ও পুরুষ - সকলেই তার জন্য কেঁদেছিল। সকলেই এমন এক ব্যক্তির জন্য কেঁদেছিলো যার মৃত্যুর দিন তারা তাকে মূল্যায়ন করতে পেরেছিল। তারা এমন এক ব্যক্তির জন্য কেঁদেছিল, যিনি তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বিগত কয়েক বছরে, কয়েক শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ তার গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে বসেছিল। আমেরিকা ও তার মিত্ররা মুসলিম উম্মাহকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। এ ব্যক্তি এই অবস্থা থেকে উম্মাহকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিলেন।

তিনি ঐ ব্যক্তি - যিনি এই উম্মাহকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, ধৈর্যধারণ এবং মানবজাতির কাছে ফেরাউনরূপী এক শক্তিশালী জালিমের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার নতুন সবক দিয়েছিলেন। তিনি সে ফেরাউনের অনুসারী জাতিকে অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্বল, কদাকার ও নত জ্ঞান করেছিলেন। কারণ তিনি ফেরাউনের অনুসারী জাতিকে ঈমানের দৃষ্টিতে যাচাই করেছিলেন।

অন্যদিকে তাগুত গোষ্ঠী সেই ফেরাউনের সামনে নতজানু ও বিনয়ী হয়ে ধরা দিয়েছিল। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করি – তিনি যেন তার মর্যাদাকে উন্নত করেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন! তিনি ঐ ব্যক্তি - যিনি নিজের কাজের দ্বারা একথা ঘোষণা করেছিলেন:

هذا زمان ليس يفهم أهله إلا حديث النار أو لغة الدم

এটা এমন এক যুগ, যে যুগের লোকেরা আগুন আর রক্তের ভাষা ছাড়া অন্য কিছু বুঝেনা।

أنا لن أرثي من باع الدنى واشترى الأخرى وللخلد رنا

আমি এমন ব্যক্তির জন্য বিলাপ করবো না যে, ইহলোক বিক্রি করে দিয়েছে আর পরজগৎ ক্রয় করেছে; সে চিরস্থায়ী বিষয়ের প্রতি নজর দিয়েছে;

ومضى ثبتا ومن أعماقه ومضى الإيمان ومضا وسنا

সে সাহসী হয়ে পথ চলেছে, তার সংকল্প তার মনের গভীরে। সে দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে ঈমানের রাজপথে হেঁটেছে;

مسعن للحرب فردا باسلا إن يقل من ليثها قال أنا

তিনি এমন ব্যক্তিত্ব, যে নির্ভয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত; যদি বলা হয় এই যুদ্ধের সিংহ কে? তখন তিনি বলে ওঠেন: আমি।

এপর্যায়ে আমি চারটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাই।

প্রথমটি হলো সে জাতির প্রতি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান আর পিতৃপরিচয়হীনতা যাদের ভাগ্য। প্রথম এই বার্তা অশ্লীলতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী আমেরিকার প্রতি।

আমার এই বার্তা সে সমস্ত লোকদের প্রতি, যারা আমাদের শহীদ (আল্লাহর কাছে আমরা এমনটাই আশা করি) সিংহ পুরুষ, মর্দে মুমিন শাইখের (শাইখ উসামা বিন লাদেন) হত্যাকাণ্ডের দিন দম্ভভরে আমাদেরকে এ কথা বলছিল - "নিশ্চয়ই আমেরিকা ছেড়ে দেয় না, ভুলে যায় না"। তারা আমাদেরকে আরও বলেছিলো: "আমেরিকা যা বলে, তা করে দেখায়"।

আমরা তাদেরকে বলতে চাই: এসমস্ত বিভ্রমে থাকা লোকদের আমরা বলতে চাই - আপনারা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেননি যে, মুসলিম উম্মাহ কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ এ সকল নেতা ও গুণীজনের রক্তের বদৌলতেই আমাদের দ্বীন ইসলাম স্থায়িত্ব লাভ করে। তাদের রক্তে সিক্ত হয়ে উত্তরোত্তর উম্মাহর শান-শওকত, মান-মর্যাদা, গৌরব, সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই আমাদের মতাদর্শ অন্য মতাদর্শের মোকাবেলা করে থাকে এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমেই আমাদের ইসলাম বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিনও এই উম্মাহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মাহকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে - এটি হলো আল্লাহর দ্বীন, যা সুরক্ষিতভাবে চিরস্থায়ী থাকবে। অন্যান্য সকল জাতিগোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে যতই ঘেউ ঘেউ করুক, এর কোনও ক্ষতি তারা করতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"অর্থঃ আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন"। (সুরা আল ইমরান ৩:১৪৪)

আমরা বলব: 'হে ওবামা! যদি আমেরিকা না ভুলে থাকে এবং ছেড়ে না দিয়ে থাকে, তবে মনে রেখ - আমরাও আমাদের শত্রুদের ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ব্যাপারে এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে আরও বেশি সজাগ। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো!

যদি আমেরিকা যাই বলে তাই করে থাকে, তবে আমরাও বলছি এবং করে দেখাবো। অতএব অপেক্ষায় থাকো।

আমরা মুসলিম উম্মাহ। আমরা সেই উম্মাহ, সেই জাতি, এক যুদ্ধে এক রণাঙ্গনে যাদের বহু নেতা নিহত হয়েছে। সে যুদ্ধ ছিল আপনাদের পূর্বসূরি রোমকদের বিরুদ্ধে। সে যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোনীত বীর বিক্রমশীল নেতাদের মধ্যে থেকে তিনজন অল্প সময়ের ভেতর নিহত হয়ে গিয়েছিলেন। একের পর এক মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেছিলেন। যখনই একজন নিহত হয়েছেন, তখনই পরবর্তী জন যুদ্ধের পতাকা সামলে নিয়েছেন। পতাকা নেবার সময় তিনি জানতেন, কিছুক্ষণের ভেতরে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। এতদসত্ত্বেও সেই বাহিনী বিচলিত হয়নি, তারা দ্বিধান্বিত বা হতোদ্যম হয়নি। কোন ধরনের হীনমন্যতা বা পরাজিত মানসিকতা তাদের মাঝে আসেনি–

وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ

“অর্থ: আর অপেক্ষা কর, আমরাও নিঃসন্দেহ অপেক্ষারত”। (সুরা হুদ ১১:১২২)

আমাদের দ্বিতীয় বার্তা - মুসলিম উম্মাহর প্রতি

একত্ববাদী উম্মাহকে আমরা বলব:

হে আমাদের প্রিয় উম্মাহ!

একজন মাত্র ব্যক্তি কুরআনের মাদ্রাসা এবং ঈমানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাদেরকে নিজ বক্তব্য, জীবনভর কর্মযজ্ঞ এবং মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া অবদানের মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করেছেন: আপনার মর্যাদা ও গৌরবের পথ, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের পথ, আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ হল - জিহাদের পথ। এটি ধৈর্য ধারণের পথ, সবর অবলম্বনের পথ। দুনিয়া বিমুখতা ও পার্থিব জগত উৎসর্গ করার পথ। অতএব আপনাদের উচিত সে পথে চলা - যে পথে তিনি নিজে চলেছেন। আর তিনিও সে পথে চলেছেন, যে পথে তার সালফে সালেহীন ও পুণ্যবান পূর্বসূরিরা চলেছিলেন।

হে সুপ্রিয় মুসলিম উম্মাহ!

আপনারা পূর্বে পশ্চিমে, এদিকে-সেদিকে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করে কয়েক দশক পার করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত

বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণা নিয়ে অনেক সময় আপনাদের চলে গেছে। একবার আপনাদের কাছে সমাজতন্ত্র পেশ করা হয়েছে তো আরেকবার গণতন্ত্র। কখনো বা তারা আপনাদেরকে বহুধাবিভক্ত করে দিয়েছে।

শত্রুরা আপনাদেরকে সব কিছুই করতে বলেছে, শুধু আপনাদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তনের কথা তারা বলেনি। কারণ তারা ভাল করেই জানে, মুসলিম উম্মাহ দ্বীন ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলে, তাদের ক্ষমতা সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। তাদের প্রাসাদ সমাধিতে রূপান্তরিত হবে। তাদের শান-শওকত ভেঙে পড়বে। তারা পরাস্ত পরাজিত হবে। উম্মাহর বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন বন্ধ হয়ে যাবে।

হে মুসলিম উম্মাহ!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন বিশ্বস্ত যুবকদের মাধ্যমে আপনাদেরকে ধন্য করেছেন, যারা অত্যাচারের মুখে চুপ করে বসে থাকে না। তারা প্রতিশোধের কথা ভুলে যায় না, শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, তাদের ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকারও করে না। অতএব আপনারা তাদের পক্ষে, তাদের সাথে থাকুন। তাদের সমর্থনকারী ও সাহায্যকারী হয়ে যান। কারণ তারা আপনাদেরই সন্তান - মুজাহিদিন।

তারা আপনাদেরই ঐ সমস্ত সন্তান - যারা প্রতিদিন নিজেদের রক্ত ও দেহাবশেষ আপনার জন্য পেশ করছে। তারা আপনাদেরকে প্রতিরক্ষা করছে, আপনাদের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিরোধ যুদ্ধ করছে। আপনাদের ইজ্জত-আব্রুর সীমান্তে তারা প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

তাই হে মুসলিম উম্মাহ!

স্মরণ রাখুন - তারা আপনাদের সন্তান। অতএব আপনারা এই যুবকদের পক্ষাবলম্বন করুন। তাদের কাতারে দাঁড়িয়ে যান। বিভ্রান্তির সকল পথ থেকে ফিরে আসুন। উদভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করে নিজেকে আল্লাহর শত্রুদের শিকারে পরিণত করবেন না। যারা আপনাদেরকে আহারের লোকমা বানিয়ে সহজেই আপনাদেরকে মুখে পুরে নেবার বন্দোবস্ত করছে, আল্লাহর সেই শত্রুদের দেখানো পথ থেকে ফিরে আসুন!

আমার তৃতীয় বার্তা – মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে

আমার এই বার্তা তাদের প্রতি - যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উম্মাহর বর্ম এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাসের ঢাল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তারা উন্মুক্ত বক্ষে এগিয়ে গিয়ে উম্মাহকে প্রতিরক্ষা করে। মৃত্যুকে তারা কোনও পরোয়া করে না। তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই বার্তা।

এরা ঐ সমস্ত মুজাহিদ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে যাদের অন্তর্ভুক্ত করে ধন্য করেছেন। তো তাদেরকে আমি বলব: তারা ছিলেন আপনাদের মাঝে অগ্রগামী, আপনাদের নেতা। তারা পাহাড়ে পর্বতে, গুহায়, উপত্যকায়, বনে-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে নিজেদের জীবন পার করে দিয়েছেন। তাদের একক ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল - আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। অতএব আপনারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। তাদের পথ ও পন্থা আঁকড়ে ধরুন।

এই যে দেখুন আপনাদের নেতা, আল্লাহ তায়ালার আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় যার মাধ্যমে আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন - শাইখ উসামা বিন লাদেন। তার পরে আপনারা সে ঐক্যের পথ ছেড়ে দিবেন না। আপনারা তার পথ ও পন্থা পরিবর্তন করে ফেলবেন না। মনে রাখবেন তার রক্ত সবচেয়ে মূল্যবান। অতএব আমরা তা কখনো ভুলে যাবো না। তার প্রতিশোধ আপনাদেরই নিতে হবে।

অতএব আপনারা অন্যদের দিকে তাকাবেন না এবং অন্য কারো অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। জিহাদের সবগুলো অঙ্গনের কাঁধে এটি একটি আমানত।

হে ইয়েমেনের সাহসীরা! হে হেকমত ও ঈমানের ইয়েমেন!

আপনারা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুন। প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠুন, নিজেদের বাহু শক্ত করুন। নিজেদের মনোবল চাঙ্গা করুন এবং বন্দুকে গুলি ভরে নিন!!

হে সোমালিয়ার বীর সেনানীরা!

আপনারা ঐ সমস্ত মর্দে মুমিন, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ক্রুসেডার ও মুরতাদদের অপবিত্রতা থেকে জিহাদকে রক্ষা করেছেন। ফলে আজ সে অঞ্চলের আকাশে স্বচ্ছ তাওহীদের পতাকা পতপত করে উড়ছে!

এই দেখুন! আপনাদের এক নেতা জীবনভর সংগ্রাম করেছেন, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, অবশেষে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর কালিমা যেন বুলন্দ হয়ে যায়! সেই শাইখ উসামা বিন লাদেনের রক্ত আপনাদের কাঁধে আমানত হয়ে থাকলো।

অবশ্যই আমরা আপনাদের কাছে এমন কিছু আশা করি, যা দেখে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হবে, আমাদের চক্ষু শীতল হবে এবং প্রত্যেক মুসলমান ও মুজাহিদ চোখের শীতলতা লাভ করবে।

হে ইসলামী মাগরিবের বীর সাহসীরা! হে পশ্চিমাবিশ্বের দুয়ারে আঘাতকারীরা! হে মর্দে মুমিনরা!

আপনারা অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করেছেন। তথাপি সেগুলো আপনাদের বাহুকে দুর্বল করতে পারেনি। আপনাদের অবস্থায় ফাটল ধরাতে পারেনি। ফলে আমরা আপনাদেরকে উত্তরোত্তর মর্যাদার শিখরে আরোহণ করতে দেখতে পাচ্ছি। আমরা একের পর এক আপনাদের উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে আহ্বান করব - আপনারা ক্রুশের দাসদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করুন।

মুজাহিদদের প্রতি এটাই আমার বার্তা।

আমার সর্বশেষ বার্তা - নীতি বিবর্জিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি

দাস মনোবৃত্তি লালনকারী, পরনির্ভরশীল পাকিস্তানের প্রতি আমার এই বার্তা। এই সেই রাষ্ট্র - মুজাহিদিনের রক্ত ও দেহাবশেষ যার আহার। এটা সেই পাকিস্তান, যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে এবং মুজাহিদদের হাতে শাস্তি দিয়ে লাঞ্ছিত করেছেন।

এতদসত্ত্বেও এ রাষ্ট্র দিনরাত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ক্রুসেডারদের বাহনে তারা চড়ে বসেছে। এই পাকিস্তানকে বলতে চাই:

হে ধর্মত্যাগী পাকিস্তান! আমরা আমাদের প্রতিশোধের কথা ভুলে যাবো না। আমরা খালিদ শেইখ মুহাম্মাদের প্রতিশোধের কথা ভুলে যাবো না। আমরা রামযী ইবনে শাইবা, রামযী ইউসুফের ক্রোধের কথা ভুলে যাবো না। এমনিভাবে আমরা কিছুতেই শাইখ উসামা বিন লাদেনের রক্তের কথা ভুলে যাবো না।

অতঃপর আমি পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলবো:

হে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার অধিকারী মুসলিম জনসাধারণ! হে গর্বিত জাতি!

আপনারা কিসের অপেক্ষা করছেন? এ রাষ্ট্র আপনাদের মাঝে কোন অনাচার অবশিষ্ট রেখেছে? কোন ভাবে আপনাদেরকে তারা বিপদে না ফেলে রেখেছে?

এ রাষ্ট্র নিজ হাতে এবং আপনাদের শত্রুদের হাতে আপনাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। আপনাদের সবচেয়ে বড় লজ্জা ও লাঞ্ছনার কথা তো এটাই যে, ধৈর্যশীল, পুণ্যবান মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেনকে - আপনাদের দেশে, আপনাদের ভূমিতে হত্যা করা হয়েছে। তবু হত্যাকারীরা এবং তাদের তাবেদার গোলামরা আপনাদের পক্ষ থেকে কোনও বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের মুখে পড়েনি।

তারা শুধু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। শাইখের স্ত্রীদেরকে, পুত্র-কন্যাদেরকে আপনাদের এই তাগুত গোষ্ঠী নিজেদের কারাগারে বন্দি করে রেখেছে। আজও তারা কারারুদ্ধ। আপনারা তবে কিসের অপেক্ষা করছেন? আর কিসের অপেক্ষা?!

আমরা পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণকে আহ্বান করব, তারা যেন এই তাগুত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন। উদাসীনতা, ভয়-ভীতি ও দুর্বলতার ধূলিকণা যেন দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলেন। তাদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে শাইখ উসামা ইবনে লাদেনের স্ত্রী'রা, পুত্র-কন্যা'রা সম্মানের সাথে যেন কারাগার থেকে বের হয়ে আসতে পারেন এবং যেখানে তাদের ইচ্ছা সেখানেই বসবাসের সুযোগ লাভ করতে পারেন।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের দ্বীন ইসলামকে সম্মানিত করেন। নিজের নামকে উচ্চকিত করেন, অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং শহীদের মর্যাদা উন্নত করে দেন। ইল্লিইয়িনে যেন নবীদের সঙ্গে, সিদ্দিকদের সঙ্গে, অন্যান্য শহীদ ও পুণ্যবান লোকদের সাথে তাদেরকে মিলিত করেন। সঙ্গী সাথী হিসেবে তারা কতইনা উত্তম!!

এখন এপর্যায়ে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার ঐ মুজাহিদ ভাইদের - যারা শাইখের প্রতিশোধ হিসেবে, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন বীরোচিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

সেইসঙ্গে আমি সকল ফ্রন্টের সকল অঙ্গনের মুজাহিদদেরকে আহবান করব - আপনারা উপরোক্ত ভাইদের পথ অবলম্বন করুন এবং আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং তার শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে ভাইদেরকে অনুসরণ করুন। আপনাদের কাজের মাধ্যমে সে সমস্ত অঞ্চলে আমরা তাওহীদের পতাকা পতপত করে উড়ছে দেখতে চাই, যেসব স্থানে ক্রুসেডাররা আগ্রাসনের হাত বসিয়ে রেখেছে কিংবা মুরতাদ গোষ্ঠী কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। হয় আমরা বেঁচে থেকে সে দৃশ্য অবলোকন করবো, নতুবা আমাদের শহীদ ভাইদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো। এর আগে কিছুতেই আমরা আমাদের পথ পরিবর্তন করতে পারব না।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

****